Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 10/September/2023 IJRAW: 2023; 2(10):47-50 Accepted: 18/October/2023

কালিদাস রচিত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম" নাটকে অনসূয়া প্রিয়ংবদার চরিত্রের পর্যালোচনা, । একটি অধ্যায়ন।

*1(a ,b)Haridas Biswas

*1(a)Teacher, Department of Sanskrit and Education, Helencha High School, and Research Scholar of Nirwan University, West Bangal, India.

(b)Research Scholar, Department of Sanskrit and Education, Nirwan University, Jaipur, Rajesthan, India.

সারসংক্ষেপ

ভারত তথা সারা বিশ্বের কবিদের মধ্যে কবি কুল শিরোমণি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন মহান মহাকবি কালিদাস। তিনি ভারতের ইতিহাসে সংস্কৃত সাহিত্যের নতুন যুগের প্রতিনিধি। সরস্বতীর পুত্র কালিদাস একজন মহান কবি ছিলেন, কিন্তু নাটকে তাঁর দক্ষতা ছিল অবিসংবাদিত। কালিদাসের বিশ্ববিশ্রুত নাটক "অভিজ্ঞান শকুন্তলম" সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি বিশ্বদরবারেও শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে বিবেচিত হয়। মহাভারতে বর্ণিত হস্তিনাপুরের রাজা দুষ্যন্ত এবং আশ্রম কন্যা বিশ্বামিত্রের কন্যা শকুন্তলার প্রেমকাহিনী এই নাটকের মূল উৎস। কালিদাসের নাট্য প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল তাঁর বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্রের চিত্রায়নের মাধ্যমে। নাটকের চরিত্রগুলো ফুটিয়ে তুলতে তিনি অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। নাটকে মুখ্য চরিত্রের পাশাপাশি গৌণ চরিত্রেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শকুন্তলার দুই প্রিয় বন্ধু, আনসুয়া এবং প্রিয়ম্বদা নাটকটিতে গৌণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এবং এই চরিত্রগুলি কালিদাসের নিজস্ব সৃষ্টি। অভিজানন শকুন্তলম নাটকের প্রথম অভিনয় থেকে চতুর্থ অভিনয় পর্যন্ত তাদের চরিত্রগুলো কবির কল্পনায় মূর্ত। অনসূয়া এবং প্রিয়ম্বদা চরিত্রগুলি কেন্দ্রীয় চরিত্র শকুন্তলার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তাঁর দুই বন্ধু অনুসূয়া এবং প্রিয়ম্বদা এই গল্পটিকে অর্থবহ করে তুলেছিলেন। এই দুটি চরিত্রের মধ্যে প্রধান চরিত্র শকুন্তলা চরিত্রায়নে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। এই চরিত্রটি এখানে প্রিয়ম্বদা ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। তবে এক কথায় বলা যেতে পারে যে এখানে প্রিয়ম্বদার চরিত্রটি ছিল সম্বায়ভরা এবং শকুন্তলার ইচ্ছা সমান সহানুভূতিশীল কিন্তু প্রিয়ম্বদার চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রিয়ম্বদা ছিলেন প্রফুল্ল, চটপটে, বাগ্মী, সামাজিক চিন্তাবিদ, আবেগপ্রবণ, মৃদুভাষী, বহির্মুখী, দক্ষ, নারীসুলভ।

নির্দেশক শব্দ: বিশ্ববিশ্রুত, সমবায়োরূপ, প্রত্যুৎপন্নমতি, মিষ্টভাষী, আবেগ প্রবণ।

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস তার সাহিত্য রচনাতে নক্ষত্ররূপে বিশ্ববন্দিত। সারা বিশ্বে তথা ভারতবর্ষে সংস্কৃত সাহিত্যের তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। তার তিনটি নাট্যগ্রন্থের মধ্যে অভিজ্ঞান শকুন্তলা এক অনুবাদ্য নাট্য সৃষ্টি । অসীম প্রতিভাধর এই কবি সংস্কৃত সাহিত্যে তথা বিশ্বসংস্কৃত সাহিত্য দরবারে তিনি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রূপে বিরাজিত।

তিনি ভারতের কবিকুল বাণীর বর পুত্র বলে খ্যাত। ভারতের প্রাচীনও সংস্কৃত পন্ডিত গণের মধ্যে ব্যাসদেব ও বাল্মিকীর পরে যে কবি শ্রেষ্ঠত্বের স্থান লাভ করেছে তিনি আর কেউ নয় তিনি হলেন কবি কালিদাস। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পন্ডিতগণ তথা আলোচকরা তার কৃতিত্ব এক বাক্যে স্বীকার করেন। কালিদাস বলতে শুধু ব্যক্তি বিশেষ কে বোঝায় না ভারতের ইতিহাসে এক সুবর্ণ যুগের প্রতিনিধি স্বরূপ বলা যায় মহাকবি কালিদাসকে। যদিও মহাকবি জন্ম তিমিরাবৃত্ত ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন। ঠিক কোন সময়ে জন্ম তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ফলস্বরূপ ক্ষণজন্মা এই মহাকবিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে নানা কিংবদন্তি এবং জনশ্রুতি। জনশ্রুতি হলো এই যে বিক্রমাদিত্যের সভায় উজ্জয়িনীতে নবরত্ন সভার অন্যতম হলেন মহাকবি কালিদাস। তার আবির্ভাব কাল নিয়ে কতগুলি মতবাদ প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে সকারি বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনী তে রাজত্ব করেন তার সভার সভাকবি ছিলেন কালিদাস। পরবর্তীকালে উইলিয়াম জোন্সও এম, আর, কালে, পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ্য বিদ্বজন এই মতকে ভুল প্রমাণিত করেছে। কালিদাসের প্রতিটি লেখাতে চিরন্তন ত্যাগও কল্যাণ ধর্মের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। মানব চরিত্রের অনুধাবনের ক্ষমতা কালিদাস ভিন্ন অন্য কারোর নেই তার অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে যে চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছিলেন তা সাক্ষ্য বহন করে এছাড়া অন্তর জগতকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এই প্রত্যক্ষ দর্শন ও আলোক সামান্য নব নব উন্মেষশালী প্রতিভার সং মিশ্রণে সৃষ্টি হয় মহাকবি কালিদাস। ব্যাসদেবের পর রচিত কালিদাসের সাহিত্যসম্ভারে কালিদাসের বহুগ্রন্থ রচিত হলেও তার মধ্যে সাতটি রচনা কালিদাসের বলে পন্ডিতগণ মত প্রকাশ করেন। সেগুলি হল দুটি মহাকাব্য বা

*Corresponding Author: Haridas Biswas

গীতিকাব্য মেঘদুতও ঋতুসংহার। এছাড়া দুটি মহাকাব্য হল রঘুবংশও কুমারসম্ভব। এছাড়া তিনটি দৃশ্য কাব্য হলো মালবিকাগ্নিমিত্রম বিক্রমোব্বর্শীয় ও অভিজ্ঞান শকুন্তলম।

আশ্রম বালা শকুন্তলার সুখ সৌন্দর্য, গৌরব গরিমা বৃদ্ধি করার জন্যই এ দুটি লাবণ্য প্রতিমা তাদের নিজেদের সমস্ত কিছু শকুন্তলাকে বেষ্টন করেছিল। এক কথাই বলতে গেলে শকুন্তলার চরিত্রকে পূর্ণরূপে বিকশিত হবার সুযোগ করে দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ করে তুলেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন,,,,," একা শকুন্তলা শকুন্তলার এক তৃতীয়াংশ, তার অধিকাংশই অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, শকুন্তলাই সর্বাপেক্ষা অল্প"

অনসূয়া তপোবনবাসিনী হয়েও জনপদবাসী চরিত্র বিশ্লেষণে যে অন্তদৃষ্টির অধিকারিনী, তা থেকে বঞ্চিত। বাস্তব জীবন সম্পর্কে অনসূয়ার যে জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, প্রিয়ংবদা চরিত্রে তার একান্তই অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রিয়ংবদার নামেই প্রকাশ যে সে মধুরভাসিনী। অনুসূয়া বুদ্ধি হয় না, কিন্তু প্রিয়ংবদা বিপদে কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। অনসূয়া ধৈর্য ধারণপূর্বক নির্ধারণে ক্ষমতা হারায় না। অনসূয়া Serious, প্রিয়ংবদা Superficial, অনুসূয়া এর গুরুগম্ভীর সমস্যা গুলি যথোচিত সমাধান করতে সচেষ্ট, কিন্তু প্রিয়ংবদা জীবনের হাস্য পরিহাস চপল নিতান্ত লঘুদিকটাকেই মূলধন বলে মেনে নেয়। অনুসূয়া যা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করে প্রিয়ংবদা তা সরল বিশ্বাসে অনুমোদন করে। সুতরাং নাটকের গতি, ক্রিয়া এবং পরিণতির দিক থেকে বিচার করলে নিঃসন্দেহে বলা যায় এ দুটি চরিত্র সৃষ্টির পশ্চাতে যথেষ্ট নাটকীয় প্রয়োজন ছিল।

মহাকবি কালিদাস বিরোচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটকটি শুধু সংস্কৃত সাহিত্য নয় সমগ্র বিশ্ব দরবারে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেছে। এই নাটকটি সাতটি অঙ্কে বিভক্ত। মহাভারতে বর্ণিত হস্তিনাপুর রাজ দুষ্যন্ত ও আশ্রম বালিকা শকুন্তলা বিশ্বামিত্র কন্যা প্রণয় ও পরিণয় কাহিনী এই নাটকে উপজীব্য। এই নাটকে উৎস হিসাবে ব্যাসদেব বিরোচিত মহাভারতের আদি পর্ব থেকে মহাকবি বিষয়ে সংগ্রহ করলেও অনেকে মনে করেন পদ্মপুরাণের স্বর্গ খন্ড বর্ণিত শকুন্তলা উপাখ্যান থেকে নাটকটি সংগৃহীত। ব্যাসদেব বিরচিত মহাভারতের আদি পর্ব থেকে মহাকবি বিষয়বস্তু সংগ্রহ করলেও নাটকটিতে কালিদাস কবি কল্পনার অপরাসৃষ্টি। এক প্রকার স্বকীয় প্রতিভার প্রভা প্রক্ষাপনে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এক কাহিনী বিন্যাস করেছেন। কালিদাস কবি নাট্য প্রতিভা বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্র উপস্থাপনার মাধ্যমে চরম বিকাশ লাভ করেছে। নাটকীয় চরিত্র চিত্রণে তিনি অসাধারণ এক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তার রচিত নাট্যচরিত্রগুলো একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হলেও আপন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। মানব মনের গভীরে তিনি ডুব দিতে জানেন বলেই তার নাট্য চরিত্রগুলি বিশেষ জীবন্ত রূপ লাভ করেছে । তার চরিত্র চিত্রনে প্রধান দিক হলো স্বাভাবিকতা, সজীবতা, বিচিত্রতা, আধুনিকতা, শিষ্টাচারিতা আরো অবশ্যই উপমা নির্ভরতা। কারণ" উপমা কালিদাস্য" উক্ত লাইনটি সর্বজনবিদিত। চরিত্র চিত্রনের মাধ্যমেই নাট্যকারের সাফল্য নির্ধারিত হয় । মহাকবি নাটকীয় মুখ্য চরিত্র গুলির মত গৌণ চিত্রগুলিকেও দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। আলোচ্য নাটকে উপস্থাপিত গৌণ চরিত্রসমূহের মধ্যে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চরিত্র কালিদাসের নিজস্ব সৃষ্টি। নাটকের প্রথম অংক থেকে চতুর্থ অংক পর্যন্ত পরিসরে এই চরিত্র দুটি কবি কল্পনার সাহায্যে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। আলোচ্য নাটকটি নায়িকা শকুন্তলা। ঋষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং স্বর্গের অপ্সরা মেনকার গর্ভে তার জন্ম। জন্মাবধি সে পিতা-মাতা পরিত্যক্তা। শিশু বয়স থেকেই সে মালিনী নদীর তীরে তপবন আশ্রমে মহর্ষি কন্বের ছত্রছায়া তথা স্নেহাশ্রয়ে পালিত হয়েছে। আশ্রমের অপর দুই (২) তাপসী অনুসূয়াও প্রিয়াংবদা তারাও মহর্ষি কন্বের ছত্রছায়ায় পালিতা এবং শকুন্তলার প্রায় সমবয়সী। অতএব প্রায় সমবয়সী এবং একত্র সহাবস্থানের দরুণ স্বাভাবিকভাবেই এই তিন আশ্রম বালিকার মধ্যে পরস্পরের আন্তরিক প্রীতি গড়ে উঠেছে এবং তারা পরস্পরের হিতাকাঙ্খী স্বরুপা ও বন্ধু ভাবাপন্না। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে শকুন্তলা হল উক্ত নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা নায়িকা। নাট্যকার তার অন্তরের প্রয়াস তথা নাট্য কাহিনী নাট্যমঞ্চে তুলে ধরেন। নায়ক ও নায়িকা নিজেদের অভিনয় নৈপূন্যের দ্বারা সেই নাট্য কাহিনীতে করেন। এইভাবে নাট্যকারের লেখনি শক্তি সার্থক পরিগ্রহ লাভ করে। অতএব শকুন্তলা চরিত্রটি নাট্যকারের অঙ্গুলি হেলনে নাটকীয় স্বার্থকতায় তার চরম লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। আর এক্ষেত্রে শকুন্তলাকে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছে তার দুই সখি অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। এই দুই সখি ব্যতিরেকে শকুন্তলা চরিত্রটি অসম্পূর্ণ। এই নাটকে শকুন্তলা চরিত্রের সাথে অনসূয়া চরিত্রটি ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,,," শকুন্তলা, শকুন্তলার এক তৃতীয়াংশ। শকুন্তলার অধিকাংশই অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, শকুন্তলাই সর্বাপেক্ষা অল্প ।"[1] এই দুই সখীকে বাদ দিলে যে শকুন্তলা সে শকুন্তলাকে খন্ডিতা শকুন্তলা বলেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে নাটকটিতে অনসূয়া ও প্রিয়ং বদার স্থান যে কতখানি, অন্তত শকুন্তলা চরিত্রের বিকাশ সাধনে তাদের ভূমিকা যে কত গভীর, তার সার্থক মূল্যায়ন রয়েছে এই মন্তব্যে। আমরা দেখি যে নাটকের প্রারম্ভ থেকে শকুন্তলার সাথী হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের প্রিয় প্রীতিস্নিগ্ধ সান্নিধ্যে ভরিয়ে তুলেছে। কোন কাজ যে আশ্রম তরুণ জল সেচনই হোক, অথবা পূজার সামগ্রীই হোক তা এককভাবে না করে তিন বান্ধবীতে অন্য করেছে।

শকুন্তলার সর্বক্ষণ এর সাথী তারা। সে রাজার সাথে একান্তে আলাপের সুযোগ করে দেওয়াই কিংবা শকুন্তলার মদনানলে পীড়িত হলে রাজার সঙ্গে বেতসকুঞ্জের মিলনের ব্যবস্থাই হোক সমস্ত কাজে তারা প্রিয় সখীর পাশেই থেকেছে। রাজা দুষ্যন্ত হঠাৎ যখন তাদের সামনে আবির্ভূত হল শকুন্তলা যখন লজ্জা সংগ্রামী অপ্রস্তুত কিংকর্তব্যবিমুর তখন প্রকৃত বন্ধুর মতো দুই সখি শকুন্তলার পাশে থেকে তাকে অতিথি সেবার কথা মনে করিয়ে দেয়,যথাযথ কর্তব্য সম্পর্কে। রাজা শকুন্তলার বিষয়ে জানতে চাইলে দুই সখি শকুন্তলার উপর প্রশ্নবানের আচ না আসতে দিয়ে সকল কৌতুহল চরিতার্থ করেছে। এছাড়া মদনসন্তপ্তা শকুন্তলার জন্য উশীরানুলেপনন, মৃণাল প্রভৃতির ব্যবস্থা করেছে। রাজার নিকট সখীর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা দৃঢ়করণ এবং সখির প্রতি রাজার অকৃত্রিম সমাদর যাতে ভবিষ্যতেও অটুট থাকে রাজাকে তা প্রতিশ্রুতির সংকল্পে কল্পিত করেছে। তাদের প্রিয় সুখী শকুন্তলার সাথে রাজার মিলনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, শুধু তাই নয় পতি বিরহে কাতর শকুন্তলার ওপর দুর্বাসার শাপমোচনে প্রয়াসী হয়ে প্রিয়ংবদা ঋষির পায়ে ধরে তার প্রতিকারের বিকল্প পথ বের করতে সচেষ্ট হয়েছে। একেবারে শেষ দিকে চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার বিদায় বেলায় প্রতি গৃহে যাত্রাকালে ও প্রিয়ংবদা আপন ভগিনীর মতো শোকে বিহল হয়ে পড়েছে। চোখের জল বাগ মানেনি, অঝোরে কেঁদে ফেলেছে, ছল ছল চোখে শকুন্তলাকে বিদায় জানিয়েছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তার প্রাচীন সাহিত্যে "কাব্যে উপেক্ষিতা" শীর্ষক গভীর মননশীল নিবন্ধে অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটকের শকুন্তলার দুই প্রিয় সখি অনুসূয়া ও সম্পর্কে করেছেন বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন----" কাব্য সংসারে এমন দুই একটি রমণী আছে, যারা কপি কর্তৃক সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া

ও অমরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। পক্ষপাতকৃপণ কাব্য তাহাদের জন্য স্থান সংকোচ করিয়াছে বলিয়াই পাঠকের হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহা দিগকে আসন দান করে।"

যাই হোক অনসূয়াও প্রিয়ংবদা দুই সখিই সমবয়োরূপ এবং শকুন্তলার মদন কামনায় সমান দরদী থাকলেও উভয়ের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উক্ত নাটকের প্রস্ফুটিত হয়েছে। যেমন প্রিয়ংবদা উচ্ছল, চপল, বাক পটু। অপরদিকে অনসূয়া সেই অর্থে কিঞ্চিত সংযত। প্রিয়ংবদা একটু আবেগপ্রবণ প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্না। অপরদিকে অনুসূয়া ধীর, বাস্তব বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি সম্পন্না। রাজার আগমনে নবাগত অতিথিকে ঘিরে প্রিয়ংবদা শকুন্তলার মনে হাজারো প্রশ্ন, নানা কৌতুহল তখন আনসুয়া ঋষির অবর্তমানে একজন দায়িত্বশীলা গৃহিনীর মতো অতিথি সৎকারের বিরতি হয়েছে। কারের জন্য ফল এবং অর্ঘ্য সহযোগে কলসের জলের পাদোদকের ব্যবস্থা করেছে। রাজা জানায়, তাদের মিষ্টি কথাতেই তার আতিথ্য হয়েছে। পরক্ষণে প্রিয়ংবদা প্রত্যুত্তরে জানিয়েছে,,,,,,""তেন হি অস্যাং প্রচ্ছায়শীতলায়াং সপ্তপর্ণবেদিকায়াং মুহূর্তমুপবিশ্য পরিশ্রমবিনোদং করোতু আর্য।" অর্থাৎ তাহলে এই ছায়া শীতল ছাতিমতলার বেদীতে একটু বসে আপনি পরিশ্রম দূর করুন। এই উক্তির মধ্য দিয়ে প্রিয়ংবদার সহজ সরল মনের অভিব্যক্তি প্রতিফলিত হয়েছে। প্রিয়ংবদার প্রসঙ্গে রাজা জানায় শুধু তুই একা নন তারও জলসিঞ্চনরূপ পরিশ্রম করে পরিশ্রান্ত হয়েছেন । অতএব তাদেরও বিশ্রাম প্রয়োজন। হাজার উত্তরে অনসূয়া সকলকে জানিয়েছেন অতিথির অনুরোধ রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। অতএব সকলে এখানে এসো বিশ্রাম নিই। অনুসূয়ার এই উক্তির মধ্য দিয়ে তার বিচক্ষণতা নেতৃসুলভ ভাব প্রতিফলিত হয়েছে। তাহলে দেখা গেল রাজার আশ্রম কুটির প্রবেশে সকলে একটু ভীত সন্ত্রস্ত। কারণ রাজা রাজপরিচয় না এলেও কিংবা নিজের পরিচয় হাজার গোপন রাখলেও তার রাজোচিত পৌরুষদীপ্ত যাবে কোথায়? এই অবস্থায় শকুন্তলা তো ভ্রমরের ভয়েই বিহ্বল। আর প্রিয়ংবদা ও হতভম্ব, তার মুখেও কথা নেই। এক্ষেত্রে দেখা গেল একমাত্র অনসূয়াই ঋষির অবর্তমানে স্থির চিত্তে ঠান্ডা মাথায় একজন অভিজ্ঞ গৃহিনীর মতো সকলের সহযোগে অতিথি সৎকারের মতো গুরু দায়িত্ব সামাল দিয়েছেন। শুধু তাই নয় অতিথি সরকারের পর আগুন্তকের পরিচয়ে বিষয়ে সকলের কৌতুহল নিরাসনে নিজেই সুন্দরভাবে গুছিয়ে মার্জিত সহকারে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যাতে পশ্চাতে উত্তরদাতা মনঃক্ষুণ্ন না হোন।,," আর্যস্য মধুরালাপজনিত: বিশ্রম্ব: মাং মন্ত্রয়তে, কতম: আর্যেণ রাজর্ষিবংশ: অলংক্রিয়তে, কতম: বা সুকুমারতর: অপি তপবনপরিশ্রমস্য আত্মা পদম উপনীত:। অর্থাৎ আপনার মধুর আলাপ আমাদের সংকোচ দূর করেছে, তাই আপনার সম্বন্ধে জানতে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছি। আপনি কোন রাজবংশের অলংকার? কোন দেশের লোককে বিরহে উৎসুক রেখে এখানে এসেছেন? আর কি কারণেই বা অতি কমল আপনার এই শরীরে তপোবন ভ্রমণের ক্লেশ স্বীকার করেছেন? তার প্রশ্ন করার এই কৌশল অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাক্ষ্য বহন করে। অনসূয়ার এই সু-স্থির, ধীর, গম্ভীর, পরিপাটিত, মার্জিত বাস্তববোধ সকলকে মোহিত করেছে। তিন সখির মধ্যে অনসূয়াই যে সকলের নেত্রী প্রিয়ংবদার কথাতেই প্রমাণিত হয়েছে। আগন্তুক অতিথির পরিচয় বিষয়ে প্রিয়ংবদা যে সরাসরি জিজ্ঞাসা না করে অনসূয়ার কাছে জানতে চেয়েছে।,,," অনুসূয়ে, কো নু খলু।" অর্থাৎ অনসূয়া তুমি কে? যদিও আমরা প্রিয়ংবদাকে যতটা অপরিণত কিংবা কাঁচা বুদ্ধির ব্যক্তিত্ব মনে করি না কেন বাস্তবে উত্তরটা নয়। কারণ আগন্তুক রাজার বাঁকচাতুরতা আলাপের কৌশল প্রিয়ংবদার মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছে,,,, "এষ: চতুরগম্ভীরাকৃতি: চতুরং প্রিয়ম্ আলপন প্রভাব বান ইব লক্ষ্যতে"। অর্থাৎ অথচ গম্ভীর এর আকৃতি শুধু তাই নয়, যে নিপ্পনতার সাথে ইনি সুন্দরভাবে আলাপ করেছেন তাতে মনে হচ্ছে ইনি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি হবেন। প্রিয়ংবদার এই সন্দেহ তার দূরদৃষ্টির ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অনসূয়া ধীর গম্ভীর প্রকৃতির হলেও প্রিয়ংবদা ছিল বরং তার উল্টোটা, হাস্যময়ী, দুষ্টুমিতে সিদ্ধহস্তা, প্রাণ চঞ্চলা, বাক চাটুলতায় পটিয়সী। এই জন্যই শকুন্তলার সাথে তার বেশি ভাব বেশি খুনসুটি। নিজের রূপের প্রশংসা শুনে শকুন্তলা কে স্বলজ্জ ভাবে থাকতে দেখে প্রিয়ংবদা রাজার আরো কিছু জ্ঞাতব্য আছে কিনা জানতে চাওয়ার অজুহাতে কথোপকথন কে আরো এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এবং এই সুযোগে শকুন্তলা কে যোগ্য পাত্রে সম্প্রদান বিষয়ে কন্বের বাসনার কথা সুকৌশলে ব্যক্ত করেছে। শুধু তাই নয় শকুন্তলা লজ্জায় ও রেগে উঠে যেতে চাইলে প্রিয়ংবদা তাকে জোর করে বসিয়ে রেখেছে। এখানে শকুন্তলার প্রতি অনসূয়ার ঘনিষ্ঠতা কিছুটা দূরত্বে অবস্থান করেছে, সঙ্গে থেকেও অনুসূয়া যেন দর্শকের আসনে অধিষ্ঠিতা হয়েছে।

তৃতীয় অংকে রাজার প্রতি শকুন্তলার দুর্বলতা প্রকাশে প্রিয়ংবদা কে পাই। সে অসম্ভব খুশি শুরু হয়ে যায় প্রেমপত্র রচনার তোর জোর প্রিয়ংবদার কথা অনুসারে শকুন্তলা সুকোদর-কোমল পদ্ম পাতায় নখের আঁচড়ে প্রেমপত্র রচনা করে ফেলে। এরপর রাজার নিকট করার পালা। কিভাবে তা সম্ভব? এক্ষেত্রে আবারো সেই প্রিয়ংবদা সকলের থেকে এগিয়ে, তার আবেগ ততক্ষণে টকবগে, উপস্থিত বুদ্ধি যেন রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তৎক্ষণাৎ সে স্থির করে-নির্মাল্যের ছলে ফুলের মধ্যে করে রাজার হাতে দেওয়া হবে। অপরদিকে শকুন্তলা ও দূষ্যন্তের প্রেম বিষয়ে প্রিয়ংবদা যখন মশগুল, চনমনে আত্মহারা, তখন অপর সখী অনসূয়া একজন দায়িত্বশীলা গৃহের মতো শকুন্তলার ভবিষ্যৎ বিষয়ে গম্ভীর, রাজন্তপুরের সখীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সদা সচেতন। না শুধু অন্তরে ঘুরপাক নয় রাজধানীতে শকুন্তলার মর্যাদা কতটুকু থাকবে তার নিশ্চিত করার জন্য রাজার নিকট প্রকাশ্যে অনুরোধ করেছে। শুধু তাই নয় দুর্বাশার সাপ বাণী উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে কিংকর্তব্যবিমুরা প্রিয়ংবদা যখন শকুন্তলার প্রতিকূল পুরস্কার করেছে অনসূয়া তখন ঋষির কোপ শান্ত করবার কথা ভেবে প্রিয়ংবদাকে তার কাছে পাঠিয়েছে। এমনকি কন্বমুনি পর্যন্ত অনসূয়ার ধৈর্য শক্তির উপর যথেষ্ট আস্থা রেখেছিলেন। তাইতো শকুন্তলার বিরহ শোকে সমগ্র তপবন যখন শোকাচ্ছন্ন তখন কন্ব মুনি অনসূয়াকে অপেক্ষা কৃত কঠিন চিত্তের অধিকারিনী ভেবেছিলেন। প্রিয়ংবদা যখন শকুন্তলাকে নিয়ে ব্যস্ত তখন অনসূয়া একজন দায়িত্বশীলা কর্ত্রীর মত পতি গৃহে যাওয়ার সময়োপযোগী আবরণের কথা আগাম চিন্তা করে নারকেলের ঝাঁপিতে বকুল মালা তৈরি করে রেখেছে। ইত্যাদি ঘটনায় আনসূয়ার অধিকতর বুদ্ধি বিবেচনা প্রতিফলিত হয়। অন্যদিকে প্রিয়ংবদা ভাব গম্ভীর হীনা, চন মনে প্রাণ চঞ্চলা। তার মনে কোন প্রকার উদ্বেগ নেই। মিষ্টি মিষ্টি রসোক্তির মাধ্যমে সে সখীদের মাতিয়ে রেখেছে। দুষন্তর সাথে আলাপচারিতায় আনসূয়া ও প্রিয়ংবদা ব্যস্ত। শকুন্তলা সেখানে লজ্জাবন্ত হয়ে বসে রয়েছে। কিন্তু দুষন্তের সাথে শকুন্তলা একান্ত আলাপের যে বেশ প্রয়োজন। কিন্তু উপায়? এদিকে চট করে আসর থেকে দুই সখি উঠে যাওয়া ও অশোভন দেখাবে। তৎক্ষণাৎ প্রিয়ংবদা এদিক সেদিক বৃষ্টিপাত করে বলে ফেলে,,,," অনসূয়ে উৎসুক: মৃগপোতক: মাতরম অন্বিষ্যতি। এহি, সংযোজয়াপ এনম্" অর্থাৎ অনসুয়া এই হরিণ শিশুটিকে ব্যাকুল ভাবে তার মাকে খুঁজছে। চল একে এর মায়ের কাছে দিয়ে আসি। এইভাবে হরিণ শিশুর

অজুহাত দিয়ে সাথে সাথে তারা সেখান থেকে প্রস্থান করে দুষ্যন্তের সাথে শকুন্তলার একান্ত আলাপচারিতায় সহায়তা করেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র পরিহাস কিংবা বাকটুলতা নয়। সাথে সাথে প্রত্যুৎপন্নমতিতেও সে নিপুনা।" প্রিয়ং বদতি যা প্রিয়ংবদা" এদিকে প্রিয়ংবদা বাস্তবই প্রিয় কথা অর্থাৎ মিষ্টি মিষ্টি সংলাপে পারদর্শী। সেই অর্থে প্রিয়ংবদা নামটি যথাযথ সার্থক হয়েছে। তার প্রিয় কথা বা মিষ্ট কথাতে যাতে দুর্বাসার মতো মুনিকে শান্ত করা যায় সেই জন্যই হয়তো অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে তার নিকট প্রেরণ করে নিজ অর্ঘ্য প্রস্তুতির ভার নিয়েছে। যদিও অনুসূয়ার মত ধৈর্য শক্তি, চিন্তাশক্তি কিংবা দূরদর্শী দৃষ্টির অধিকারী ততটা নয়। দূষ্যন্ত যে পরবর্তীতে শকুন্তলা কি ভুলে যেতে পারেন এই কথা তার মাথাতে আসেনি। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস,,,,,," ন তাদৃশা আকৃতি বিশেষা গুনোবিরোধীনো ভবন্তি।" অর্থাৎ যাদের চেহারা সুন্দর তারা কখনো খারাপ কাজ করতে পারে না। যদিও অনসূয়ার কপালে প্রথম থেকেই শকুন্তলার ব্যাপারে ভাজ পড়েছে। অর্থাৎ রাজধানীতে ফিরে গিয়ে রাজঅন্তঃপুরের অন্যান্য মহিষীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি আশ্রমের ঘটনা মনে রাখবেন কিনা? যাই হোক প্রিয়ংবদা চরিত্রে অনসূয়ার মত ভাবনা শক্তির গভীরতা ভবিষ্যৎ অনিষ্ট বিষয়ে তার এতো মাথাব্যথা নেই। সারকথা অনসূয়া হয়তো একটু বেশি আবেগপ্রবণ বাক পটিয়শী হলেও অনসূয়ার মত কাজের কথা হয় তো তিনি চট করে ভাবতে পারেনা।

অতএব দেখা যাচ্ছে নাট্যকারের মতে তিন সখি প্রায় সমবয়সী হলেও কর্তব্য সচেতনতা, ধীরতা, দূরদর্শিতা কর্তব্য নির্দেশনা ইত্যাদিতে তিন সখীর মধ্যে অনুসূয়া কে অধিকতর সাবালিকা কথা বড় মনে হয়। যদিও তা কখনোই বিন্দুমাত্র দুই বন্ধু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। কেননা অনুসূয়া এবং প্রিয়ংবদা দুজনেই শকুন্তলাকে যেভাবে হাস্য পরিহাসে বিব্রত করতে চেয়েছে তা তাদের পারস্পরিক সখীত্বের প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়। তারা উভয়ে শকুন্তলার প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট। সর্বক্ষণে শকুন্তলার ছায়া সঙ্গী হয়ে থেকেছে। শকুন্তলার সুখে সখি দুঃখে সমব্যথী হয়েছে।

যাই হোক, শকুন্তলার দুই সখি অনসূয়া ও প্রিয়ংবাদের চরিত্র সৃষ্টির পেছনে আছে একাধিক তাৎপর্য। একদিকে যেমন তপবন প্রকৃতি, অন্যদিকে এমনি মুখ্য চরিত্রে শকুন্তলার চরিত্র গ্রন্থনে অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদর চরিত্র দুটি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। তপোবন প্রকৃতিকে বাদ দিলে যেমন শকুন্তলার চরিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যেত, ঠিক তেমনি অনুসূয়া প্রিয়ংবদা চরিত্রদ্বয়কে বাদ দিলে শকুন্তলার চরিত্র অংকনের বৃত্ত সম্পূর্ণ হত না। যে অঙ্গুরীয়কটি রাজা দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পূর্ণমিলনের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার উপর শকুন্তলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তা, কেবল তারাই জানত, এবং সেই জন্য পতি গৃহযাত্রাকালে দুই সখি শকুন্তলা কে খুব সতর্ক করে দিয়েছিল। অতএব দেখা যাচ্ছে যে শুধু অভিনয়, সংলাপ, নাটকীয় রসবোধ, অলংকরণ সৃষ্টি নয়। কাহিনী কে সার্থক মন্ডিত করতে নাট্য কাহিনী কে চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার নেপথ্যে অন্যান্য প্রধানও অপ্রধান চরিত্রের মতো অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার চরিত্র দুটি সমান গুরুত্বের দাবি রাখে।

References

1. কালিদাস, অভিজ্ঞানশকুন্তলম, সম্পাদক অনিল চন্দ্র বসু, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, 2008, (4র্থ সংস্করণ).
2. কালিদাস, অভিজ্ঞানশকুন্তলম, সম্পাদক জ্যোতিভূষণ চাকি, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার (2 খন্ড) কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, 1987 (দ্বিতীয় প্রকাশ).
3. কালিদাস, অভিজ্ঞানশকুন্তলম, সম্পাদক সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার,1999 (4র্থ সংস্করণ)
4. দাস, দেব কুমার, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার 1409 (3তীয় সংস্করণ)
5. বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য রঞ্জন, সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা সংগ্রহ, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার,1996 (প্রথম সংস্করণ)
6. বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,1988 (প্রথম সংস্করণ)
7. ভৌমিক, জাহ্নবিচরণ এবং মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ গোপাল, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, (বৈদিক ও লৌকিক) কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, 1390 (তৃতীয় সংস্করণ)
8. শাস্ত্রী, গৌরিনাথ, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী, 1362 (প্রথম প্রকাশ)
9. আগারওয়াল এইচ আর, এ শট স্টোরি অফ সংস্কৃত লিটারেচার, দিল্লি, মুন্সিরাম মনোহরলাল,১৯৬৩
10. দাশগুপ্তা এস এন, দে এস কে, হিস্টরি অফ সংস্কৃত লিটারেচার, কলকাতা: ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা,(2 সংস্করণ)
11. Jagirdar RV, Drama in Sanskrit Literature, Bombay: popular Book depot, (1st ed) 1947. keith AB. A History of Sanskrit literature, Delhi, 1996.
12. Krisnamachariar M, History of Sanskrit literature, Delhi 1989.
13. Shastri SN. The laws and practice of Sanskrit drama, Varanasi: Chowkhamba Sanskrit series, 1961.

1. কাব্যের উপেক্ষিতা-প্রাচীন সাহিত্য
2. অভিজ্ঞান শকুন্তলম, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত প্রথম অংক পৃষ্ঠা নাম্বার 83.
3. ঐ অংক পৃষ্ঠা নাম্বার 83.
4. ঐ অংক পৃষ্ঠা নং 86.
5. ঐ অংক পৃষ্ঠা নং 86.
6. ঐ তৃতীয় অংক পৃষ্ঠা নং 225.
7. ঐ চতুর্থ অংক পৃষ্ঠা নং। 295.
8. ঐ তৃতীয় অংক পৃষ্ঠা নং। 227.
9. ঐ চতুর্থ অংক পৃষ্ঠা নং 244.
10. ঐ চতুর্থ অংক পৃষ্ঠা নং। 244.
11. ঐ চতুর্থ অংক পৃষ্ঠা নং। 251.
12. ঐ চতুর্থ অংক পৃষ্ঠা নং। 294.